দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 13 0 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

-ইনকিলাব

প্রশাসনের দৃষ্টি অপ্রশাসনিক কাজেই

সীমাহীন একাডেমিক নির্যাতনে শিক্ষা-গবেষণার পরিবেশ নষ্ট

□ আজিবুল হক পার্থ, রাবি থেকে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে সীমাহীন একাডেমিক নির্যাতনের কারণে উচ্চশিক্ষা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নেই শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ।

রাবি বর্তমান প্রশাসনের ৪ বছর

বিধি লংঘন করে বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ, শিক্ষকদের পদোন্নতি আটকে রাখা, শিক্ষা সেমিনারে বিদেশ গমনে বাধা, ভর্তিতে কারচুপি, পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থী, ক্লাসরুম শিক্ষক নির্যাতন ইত্যাদি কারণে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ একেবারেই নষ্ট হয়েছে বলে অভিজ্ঞদের মন্তব্য।

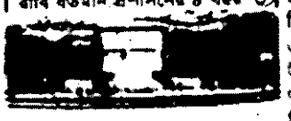

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানাগেছে, বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে বিভিন্ন বিভাগে সভাপতি নিয়োগ করা চরম অনিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্ট এ সুস্পষ্ট উল্লেখিত বিধি অমান্য করে বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকদের বাদ দিয়ে জুনিয়র শিক্ষকদের বিভাগীয় সভাপতির পদ দেয়া হয়েছে। এতে করে ওই বিভাগগুলোতে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ

পৃঃ ২ কঃ

সীমাহীন একাডেমিক নির্যাতনে

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

নষ্ট হয়ে মূলত: পারস্পরিক রাজনৈতিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এগ্রোনোমী এন্ড এগ্রিকালচার এক্সটেনশন বিভাগে এ ধরনের নিয়োগ অবৈধ বলে হাইকোর্ট রুল দিলেও তা মানা হয়নি। আর ব্যবস্থাপনা বিভাগের এক শিক্ষককে নাট্যকলা বিভাগের সভাপতি করায় সেখানে চরম অরাজকতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ক্লাস ছেড়ে রাজপথে আসলে চরম লজ্জায় পরে সে পদ থেকে সে পদত্যাগ করে। একই আরও বেশ কয়েকটি বিভাগে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে নিজের পছন্দমতো সভাপতি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এতে করে ওই সমস্ত বিভাগে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। নিজের পছন্দমতো শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ ও অন্য যেকোন বিষয়ে প্লানিং কমিটির সিদ্ধান্ত নেয়ানোর জন্য এ ধরনের অনিয়ম করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নৃবিজ্ঞান বিভাগে অনেক যোগ্য শিক্ষক থাকার পরেও বাইরের শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ফলে বিভাগে চরম স্থবিরতা নেমে এসেছে।

একই ভাবে বর্তমান ভিসি সীমাহীন অনিয়ম করেছে ইনস্টিটিউট গুলোতে। মেয়াদ শেষ না হওয়ার আগেই বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে নতুন পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কোথাও তিনি নিজেই ভারপ্রাপ্ত পরিচালক থেকেছে আবার কোথাও আংশিক দায়িত্বের জন্য মেয়াদ বাড়িয়ে ইনস্টিটিউট গুলোর গবেষণা কার্যক্রমকে চরমভাবে বিঘ্নিত করেছে।

বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে ভর্তিতে করা হয়েছে চরম অনিয়ম। ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এ ভর্তির নীতিমালাকে উপেক্ষা করে ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও ভিসি মদদপুষ্ট আরও তিনজনকে ভর্তি করানো হয়েছে। নিয়ম মোতাবেক ভর্তির যোগ্যতা না থাকলেও ভিসি তার বিশেষ ক্ষমতাবলে এই ভর্তি করিয়েছে। এ ছাড়াও ইংলিশ বিভাগের অপেক্ষমান তালিকার অনেক পেছনে থাকা এক প্রার্থীকে বিশেষ আদেশে ভর্তি করানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা না থাকার পরেও বিশেষ বিবেচনায় এ সব ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশকে চরমভাবে বিঘ্নিত করা হচ্ছে বলে সিনিয়র শিক্ষকদের অভিযোগ।

একদিকে যোগ্যতা না থাকার পরেও বিশেষ বিবেচনায় ভর্তি করা হলেও অপরদিকে সকল শর্ত সঠিকভাবে পূরণ করার পরেও বিভিন্ন ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কম গুরুত্বপূর্ণ বলে বোর্ডে উত্থাপন না করা, সেমিনারের সময় না দেয়া, কোন কারণ ছাড়াই প্রতিবেদনে ব্যাপক সংশোধনী এনে এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি দিতে দেরি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রশাসনের এই ধরনের অনিয়মের সুবাদে আওয়ামী পন্থী অন্তত ৫ জন শিক্ষক অন্যের প্রতিবেদন চুরি করে নিজের নামে চালিয়ে পদোন্নতি ও ডিগ্রি নিয়েছে। এসব ব্যাপারে খবর প্রকাশিত হলে কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। তবে আইন অনুষদের সাবেক ডীনের এমন কর্মের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন।

একাডেমিক কাজের সবচেয়ে চরম অবমূল্যায়ন করা হয়েছে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে। বর্তমান ভিসি দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে অন্তত ১০০ শিক্ষকের পদোন্নতিতে এক থেকে তিন বছর পর্যন্ত বিলম্ব করেছে। জানাগেছে, একই বিভাগে একই সাথে যোগদানের পরেও শুধু ভিন্ন মতাদর্শের হওয়ায় এক বছর পরে পদোন্নতি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে বর্ণিত সকল যোগ্যতা পূরণ করে আবেদন করার পরেও দেড় বছর আটকে রেখে ১৫ সহযোগী অধ্যাপককে প্রফেসর করার মাধ্যমে একাডেমিক নির্যাতনের নজির স্থাপন করেছে বর্তমান ভিসি।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গন্ডিতেই নয় নির্যাতন চলেছে বিদেশী গবেষণাতেও। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক বিদেশে সেমিনার ও গবেষণার কাজে যেতে চাইলে তাদের অনুমতি দেয়নি বর্তমান ভিসি। এপ্রেক্ষিত কৃষি অনুষদের বর্তমান ডীন বিদেশ যাওয়ার সব ব্যবস্থা করাতে উচ্চ আদালতের রায় আনলেও কোন কাজ হয়নি। একইভাবে আরবী বিভাগের ইফতেখারুল আলম মাসুদ বিদেশ গিয়ে দুই বছর পরে আরেক বছরে থাকার জন্য আইনগতভাবে আবেদন করলেও তা বাতিল করে তাকে দেশে ফেরত আসতে বাধ্য করা হয়।

এদিকে এ ধরনের একাডেমিক নির্যাতনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সিনিয়র শিক্ষকরা। তাদের মতে, একাডেমিক বিষয়গুলো সব ধরনের রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলতে পারে।